ঝিনাইদহে কৃষকদল নেতার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে কৃষকদল নেতা মানিক মোল্লার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে শহরের মধুপুর চৌরাস্তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে সদর উপজেলার ভূপাতিপুর গ্রামবাসী।

মানববন্ধনে ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতাকর্মীসহ স্থানীয় এলাকাবাসী অংশ নেন।

ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করেন, সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়ন কৃষকদল নেতা মানিক মোল্লার বিরুদ্ধে একটি মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। ‘অগ্রযাত্রা প্রতিদিন’ নামের একটি ভুয়া ফেসবুক আইডি থেকে মানিক মোল্লার নামে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে তারা জানান।

বক্তারা বলেন, রাজনৈতিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তারা অপপ্রচারের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ বাবলু ও লাবলুর রহমান বাবলু, সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব আবু জাফর, যুগ্ম আহ্বায়ক মাফিরুল ইসলাম, ভূপতিপুর মারকাজ মসজিদের খতিব মুফতি আব্দুস সালাম, পোড়াহাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন আলমসহ আরও অনেকে।

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিক

নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় দৈনিক সকালের সময়ের জেলা প্রতিনিধি শামীম রেজার ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জেলায় কর্মরত সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

এ সময় তারা ওই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার হাসান চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলায় কর্মরত সকল সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। হেনস্তার শিকার সাংবাদিক রেজা জানান, গত রোববার দুপুরে উপজেলা কৃষি অধিদফতরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রকল্পের রবি মৌসুমের পেঁয়াজের ফলোআপ বীজ কতজনকে দেয়া হয়েছে এমন তথ্য জানতে কৃষি অফিসে যান তিনি।

এতে কৃষি কর্মকর্তা তার ওপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে রুমে আটকে রাখেন। এ সময় তিনি অফিসের কর্মচারীদের লাঠি আনতে বলেন এবং তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ ছাড়া কৃষি কর্মকর্তা তার মোবাইলও কেড়ে নেন।

পরে পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো: সাজেদুর রহমান কৃষি কর্মকর্তাকে ফোন দিলে তিনি কিছু সময়ের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের ওপর একের পর এক যেভাবে হামলা ও মামলা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে সেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অবিলম্বে তারা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

দৈনিক জনতার ইশতেহারের জেলা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আউয়াল হোসেন, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের

সাধারন সম্পাদক এস এম ওসমান, সাবেক সাধারন সম্পাদক চন্ছল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, ইকরামুল হক পিপুল,রিফাত,ইমতিয়াজ রয়েল, আলী আজগর সোনাসহ আরো অনেকে।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হিজলগাড়ি প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক সকালের সময়ের জেলা প্রতিনিধি শামীম রেজা, দামুড়হুদা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক ওসমান, হারুন রাজু, শরীফ রতন, মেহেদি মিলন, সাংবাদিক জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

ভোলায় ছাত্রদল সভাপতি নিহতের প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নূরে আলম নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ছাত্রদল। পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় এ প্রতিবাদ বলে দাবি তোলে তারা।

বৃহস্পতিবার (৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের উদ্যোগে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে শুরু করে চত্ত্বর ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয় থানার সামনে দিয়ে পার্শ্ববর্তী শেখপাড়া বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ ও সদস্য সচিব মাসুদ রুমী মিথুনের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আবু দাউদ,ওমর শরীফ, রোকনউদ্দীন,সোলায়মান চৌধুরী, সালাউদ্দিন রানা, উল্লাস মাহমুদ, সদস্য রাফিজ আহমেদ, নুরুউদ্দীন, সৌরভ,রনি, সাক্ষর, মামুন,ফখরুল,তৌহিদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ভোলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ জেলা ছাত্রদল সভাপতি নুরে আলম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে রাজধানীর গ্রিন রোডের